বিএনপি সফল চুরি ডাকাতি জঙ্গিবাদের ক্ষেত্রে

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন,এমপি বলেছেন, মেহেরপুরে বিশ্ববিদ্যালয় হবে, আমরা আইন পাশ করেছি। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সসড়ক সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। মেহেরপুর চেক পোস্ট পাচ্ছে, স্থল বন্দর হচ্ছে, শেখ রাসেল আইটি পার্ক হচ্ছে। আজকে সারা বাংলাদেশের একই চিত্র। মানুষ এসকল উন্নয়ন বিএনপি দেখতে পায়না। বিএনপি সফল হয়েছে জ্◌িঙ্গবাদের ক্ষেত্রে, চাঁদাবাজির ক্ষেত্রে, বিএনপি সফল চুরি ডাকাতির ক্ষেত্রে। চুরিডাকাতির জন্য গ্রামে মানুষ থাকতো পারতো না। এগুলো হচ্ছে বিএনপির সফলতা।

গতকাল শনিবার মেহেরপুর শহিদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কে বিএনপি জামাতের নৈরাজ্য ও সহিংসতার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে সভাপিতর বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

যারা দেশকে ভালোবাসেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে তারা জানে দেশের উন্নয়নের কথা। তারা জানে বিএনপির গণতন্ত্রের কথা। বিএনপির গণতন্ত্র হলো সেই গণতন্ত্র যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে লুটপাটের মাধ্যমে দুনীতিতে দেশকে সেরা হিসেবে রুপান্তরিত করেছিলো। যখন মীজা ফখরুলের মুখে মানুষ গনতন্ত্রের কথা শোনে মানুষ তখন আতঙ্কিত হয়। যখন বিএনপি বলে দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। দেশে উন্নয়ন হয়নি। তখন লোকজনকে প্রশ্ন করে তাহলে এই যে উন্নয়ন সারাদেশে এত ভবন হলো কিভাবে, তখন তারা বিএনপিকে মিথ্যাচারে দল বলে।

বঙ্গবন্ধুর নামে নামাঙ্কিত মুজিবনগর, আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। আমাদের বিকল্প শেখ হাসিনা, আমাদের একটি বিকল্প নৌকা। নৌকা যখন বিজয়ী হবে তখন মেহেরপুর-মুজিবনগরের উন্নয়ন হবে। তাই আসুন আমাদের মেহেরপুরের এই দুটি আসনকে নৌকাকে বিজয়ী করে মুজিবনগরের মানসম্মানকে ধরে রাখবো।

জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি

আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বারাদি ইউপি চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সামিউন বাশিরা পলি, নাজমুল হুদা, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী, জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মাহবুবুল আলম শান্তি, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহ জামান চৌধুরী।

সমবেশে জেলা, উপজেলা আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ইমনের বুকলেট বিতরণ

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন মূলক চিত্র তুলে ধরতে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে তরুণ রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের বুকলেট বিতরণ অব্যহত রয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শোলমারী, শুভরাজপুর, কুতুবপুর, রামদাসপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে তরুন রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের উদ্যোগে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে এম এ এস ইমনের অনুসারীরা মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ, সোনাাপুর, মাঝপাড়া গ্রামে এ বুকলেট বিতরণ করেন।

বুকলেট বিতরণ ও গণসংযোগকালে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন ও প্রস্তুতি কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগ শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য প্রভাষক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন,

শিশির অরুপ, আব্দুর রাজ্জাক, ফারুক হোসেন, সানা, ডন, আবুল হোসেন, ফারুক শেখ, ছাত্রলীগ নেতা ইব্রাহীম ইবু সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা অংশগ্রহন করেন।

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন বলেন, শেখ হাসিনার সরকারের সাফল্যগুলো প্রতিদিনই আমরা মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে সাবেক ছাত্রনেতা এম এ এস ইমনের তৈরি করা এই বুকলেটগুলো বিতরণ করছি। আমরা এই বুকলেচগুলো গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছি আগামী জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আমরা প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বিরোধী শক্তি যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে লক্ষ্যে আমরা প্রতিনিয়ত বুকলেট বিতরণ ও প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, ইতোমধ্যে এম এ এস ইমনের উদ্যোগে মেহেরপুর শহর, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, দারিয়াপুর, বাগোয়ান, মহাজনপুর ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর, বুড়িপোতা, আমদহ, আমঝুপিসহ বিভিন্ন গ্রামে বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

রাজনীতির শুরু থেকে এ পর্যন্ত জনগণের সাথে মিশে আছি

রাজনীতির শুরু থেকে এ পর্যন্ত জনগণের সাথে মিশে আছি। কৃষক শ্রমিক মানুষের সাথে মিশে আছি। একজন কৃষক পরিবারের ছেলে হিসেবে রাজনীতির শুরু থেকে এ পর্যন্ত কৃষক পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেছি।

মেহেরপুর জেলা যেহেতু কৃষি প্রধান জেলা এ জ্বালায় যেহেতু শিল্প কলকারখানা নেই সেহেতু কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারলে মেহেরপুরের উন্নয়ন হবে, মেহেরপুরের মানুষের উন্নয়ন হবে। এই কথা ভেবেই নির্বাচনের পরে সংসদ সদস্য হিসেবে আমার নির্বাচনী এলাকার গাংনীর বিভিন্ন মাঠে কৃষক ছাউনি স্থাপন করেছি।যাতে কৃষকরা ঝড় ঝাপটা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে। যার নাম দিয়েছি “শেখ হাসিনা কৃষক ছাউনি” এই প্রকল্পটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেছি। যেটি দেশব্যাপী সমাদৃত হয়েছে।

গাংনী শহর ফোরলেন রাস্তায় পরিণত হচ্ছে। মেহেরপুর একটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। গাংনী উপজেলায় একটি মডেল মসজিদ হয়েছে এবং একটি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ হচ্ছে। বিভিন্ন স্কুল কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপক। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ আবারো আমাকে এমপি হিসেবে নির্বাচিত করবে। এমন আশা ব্যক্ত করেন মেহেরপুর
- ২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের “নিয়মিত আয়োজন “মুক্ত কথা” আলোচনায় অনুষ্ঠান সঞ্চালকের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্বে এসব কথা বলেন তিনি।

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালিত ” মুক্ত কথা” অনুষ্ঠানে যুব সমাজকে নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যুব সমাজ আজ হাতের মুঠোয় পৃথিবী পেয়েছে, প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার শিক্ষিত যুব সমাজকে কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি। বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন খেলাধুলায় পুরস্কার দেওয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিনোদনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। খেলাধুলায় মনোযোগী হচ্ছে অনেকেই। তবে দেশীয় খেলাধুলা কিছুটা ভাটা পড়েছে বলেও স্বীকার করেন তিনি।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শুক্রবার সন্ধ্যায় এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনের বাসভবনে “মুক্ত কথা”র আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনকে আমন্ত্রণ জানাই দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন। এম এ এস ইমন এর প্রকাশনায় এবং ইয়াদুল মোমিন সম্পাদিত দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুর জেলার একটি সরকারি মিডিয়া তালিকাভুক্ত পত্রিকা। পত্রিকাটি প্রকাশনা কাল থেকেই এ পর্যন্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে আসছে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিয়মিতভাবে প্রচার করে আসছে। সাদা কে সাদা ও কালোকে কালো বলায় এবং সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রচার করে পত্রিকাটি স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহলে আস্থার পত্রিকা হিসেবে জনপ্রিয়তা বেড়েছে বলে জানান এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন।

সঞ্চালকের রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌমত্ব দেশ। যে দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে। সকল শ্রেণীর পেশার মানুষ রাজনীতি করতে পারে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এদেশের পরাধীন মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। তারই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে দেশের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন জনগণের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। মানুষ আজ নির্বিঘ্নে চলতে পারে নির্বিঘিলে কথা বলতে পারে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে কোথাও বোমাবাজি হয় না কোথাও ছিনতাই হয় না। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশের সকল মানুষকে সমান সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন বর্তমান সরকার। ঠিক তেমনি ভাবেও নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করেছেন।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সমানভাবে সভা সমাবেশ করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। বিরোধীদলের রাজনৈতিক নেতারা তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সহ সকল দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বলেও জানান তিনি। সরকারের উন্নয়নের পাশাপাশি গাংনী উপজেলায় নির্বাচনী এলাকায় ৮০ ভাগ জনগণকে দেয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পেরেছেন বলেও দাবি করে সংসদ সদস্য মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, জনগণ আবারও আমাকেই এমপি হিসেবে দেখতে চাই। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে আবারো সরকার গঠন করতে চাই।

সবশেষে সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, তিনি আবারও নৌকার মনোনয়ন চাইবেন এবং দল তাকে মূল্যায়িত করবেন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার গঠনে বিভিন্ন মানুষের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন এবং সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরেছেন। শেখ হাসিনার কথা তুলে ধরছেন। তিনি বিশ্বাস করেন বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দেখে আবারও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনে জনগণ সর্বাত্মক সহায়তা করবে।

সরকারের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরতে তৃণমূলে ইমনের বুকলেট

বিতরণ অব্যহত

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন মূলক চিত্র তুলে ধরতে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে তরুণ রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের বুকলেট বিতরণ অব্যহত রয়েছে।

তারই অংশ হিসেবে শুক্রবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ, সোনাাপুর, মাঝপাড়া গ্রামে তরুন রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের উদ্যোগে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে এম এ এস ইমনের অনুসারীরা মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ, সোনাাপুর, মাঝপাড়া গ্রামে এ বুকলেট বিতরণ করেন।

বুকলেট বিতরণ ও গণসংযোগকালে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন ও প্রস্তুতি কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগ শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য প্রভাষক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, শিশির অরুপ, আব্দুর রাজ্জাক, ফারুক হোসেন, সানা, ডন, আবুল হোসেন, ফারুক শেখ, ছাত্রলীগ নেতা ইব্রাহীম ইবু সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা অংশগ্রহন করেন।

আওয়ামী লীগ নেতা বেলাল হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চিত্রের পাশাপাশি বিএনপির সরকারের উন্নয়নের তুলনা করে এ বুকলেট তৈরি করা হয়েছে। যাতে করে সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্পর্কে ধারণা পায়। এবং একই সঙ্গে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকারকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। এ বুকলেট ভালোভাবে পড়লেই সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে পারবে।

আওয়ামী লীগ নেতা এস এম ফরিদ উদ্দীন বলেন, গত ১৪ বছরে বর্তমান সরকার বাংলাদেশে অনেক বড় বড় উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। সে উন্নয়ন মূলক কাজগুলো বিস্তারিত ভাবে এ বুকলেটে তুলে ধরা হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকার বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বাড়িয়েছেন এই সরকার।

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন বলেন, শেখ হাসিনার সরকারের সাফল্যগুলো প্রতিদিনই আমরা মেহেরপুরের বিভিন্ন

গ্রামে সাবেক ছাত্রনেতা এম এ এস ইমনের তৈরি করা এই বুকলেটগুলো বিতরণ করছি। আমরা এই বুকলেচগুলো গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছি আগামী জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আমরা প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বিরোধী শক্তি যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে লক্ষ্যে আমরা প্রতিনিয়ত বুকলেট বিতরণ ও প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, ইতোমধ্যে এম এ এস ইমনের উদ্যোগে মেহেরপুর শহর, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, দারিয়াপুর, বাগোয়ান, মহাজনপুর ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর, বুড়িপোতা, আমদহ, আমঝুপিসহ বিভিন্ন গ্রামে বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

মহাজনপুর ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডের ছাত্রলীগের কমিটি গঠন

মুজিবনগরে এক বছরের জন্য মহাজনপুর ইউনিয়নের আওতাধীন ৯ টি ওয়ার্ডে ছাত্রলীগের ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার বিকেলে মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম হোসেন ইমন ও সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পত্রে এ সকল ওয়ার্ড কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

ঘোষিত কমিটিতে মহাজনপুর ইউনিয়ন এর ১ নম্বর ওয়ার্ডে ছামিন হোসেন(ডি এস)কে সভাপতি ও ইখলাস হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক, ২ নং ওয়ার্ডে মোহাম্মদ আকাশকে সভাপতি ও মামুন আলী কে সাধারণ সম্পাদক, ৩ নং ওয়ার্ডে সুইট রানাকে সভাপতি ও আশিক রহমানকে সাধারণ সম্পাদক, ৪ নং ওয়ার্ডে মোহাম্মদ শাহাবুল ইসলাম মুন্নাকে সভাপতি ও ওয়াসিম আকরাম কে সাধারণ সম্পাদক, ৫ নং ওয়ার্ডে মোহাম্মদ মেহেরাব হোসেনকে সভাপতি ও হুসাইন আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক, ৬ নং ওয়ার্ডে মোঃ ইবনে সিনাকে সভাপতি ও রেজাউল হককে সাধারণ সম্পাদক, ৭ নং ওয়ার্ডের রিফাত হোসাইনকে সভাপতি ও আকাশ আলীকে সাধারণ সম্পাদক, ৮ নং ওয়ার্ডের মুস্তাফিজুর রহমান মুন্নাকে সভাপতি ও ইয়াসিন আরাফাতকে সাধারণ সম্পাদক, এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডে পারভেজ হোসেনকে

সভাপতি ও শ্রী বিশ্বজিৎ কুমারকে সাধারণ সম্পাদক করে প্রতিটি ওয়ার্ডে মোট দশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম হোসেন ইমন বলেন, শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মেহেরপুর জেলা শাখার হাতকে শক্তিশালী করতে এই সমস্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আওয়মীলীগ ক্ষমতায় না থাকলে নেতা কর্মীদের কবরেও জায়গা হবেনা—এমপি খোকন

গাংনীর সাহারবাটিতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধায় সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শহিদ এমলাক হোসেন স্মৃতি মঞ্চে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়মীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোখলেছুর রহমান মুকুল,সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান। স্কুল শিক্ষক দানেসুর রহমানের কোরআন তেলায়াতের মধ্য দিয়ে সুচনা অনুষ্ঠানে সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ মুর্শেদ অতুলের সঞ্চালিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক। অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলার আওয়ামীলীগ,যুবলীগ,কৃষকলীগ,ছাত্রলীগসহ অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

এসমময় প্রধান অতিথি সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, সাহারবাটি গ্রাম একটি সাংস্কৃতিমনা গ্রাম। এগ্রামে অনেক গুণি মানুষের জন্ম হয়েছে। ইতিহাস ঐতিহ্যে গ্রামটি জেলার একটি মডেল গ্রাম। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তি যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত হয় শহিদ এমলাক হোসেন,উজির মালিথাসহ অনেকেই। দেশ স্বাধীনে এ গ্রামের মানুষের অনেক অবদান রয়েছে। যারা মুক্তিযুদ্ধে হানাদারদেও হাতে নিহত হয়েছেন তারা কেউ স্বাধীনতার ৫০ বছরেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকুতি পাইনি। মুক্তিযুদ্ধ বান্ধব সরকার বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দিয়েছেন। তারই সুযোগ্য কণ্যা শেখ হাসিনা ক্ষমাতায় এসে পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি করেছেন,বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন,তাদের সন্তানদের চাকরি দিয়েছেন। কোন মুক্তিযোদ্ধা আজ দুরাবস্থায় নেই। তাই শেখ হাসিনা সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা জীবন দিয়েছেন তাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতির দাবী তুলেছেন। এদাবী সময়ের দাবী। এদাবী ন্যায্য দাবী। সাহারবাটি গ্রামের শহিদ এমলাক হোসেন,উজির মালিথাসহ অন্ততঃ ১০জনের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতির দাবীর সাথে একাত্নতা ঘোষানা করেছেন তিনি।

এসময় সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন আরও বলেন, আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় এলে দেশের উন্নয়ন হয়,রাস্তাঘাটে বোমা ফাটেনা,মানুষ নির্বিগ্নে রাস্তায় চলতে পারে গৃহস্থের কোমরে গোয়ালের গুরুর দড়ি বেঁধে কৃষককে রাত জেগে বসে থাকতে হয়না। আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় না থাকলে বিএনপি-জামাতের অত্যাচারে এলাকা ছাড়া হতে হবে আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীদের, এসরকার ক্ষমতায় না থাকলে আওয়ামীলীগ নেতাদের কবরেও জায়গা হবেনা। তাই অওয়ামীলীগের মধ্যে বিভক্ত না হয়ে বাড়িতে ঘুমাতে চাইলে, পরিবারের সাথে সংসারে থাকতে চাইলে আবারও আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় আনতে হবে। না হলে স্বাধীনতা বিরোধীরা আপনাদের এলাকা ছাড়া করবে। রাস্তায় রাস্তায় খুনের শিকার হতে হবে। বিএনপি নেতারা যতই নাচানাচি করুক না কেন এর পর থেকে তারা আর আন্দোলনের নামে নাশকতা ও বিশৃংখলা করতে চাইলে রাস্তায় তাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য নেতা কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে বলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। আলোচনা সভা শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা সংগীত শিল্পীরা।

সরকারের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরতে তৃণমূলে ইমনের বুকলেট বিতরণ অব্যহত

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন মূলক চিত্র তুলে ধরতে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে তরুণ রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের বুকলেট বিতরণ অব্যহত রয়েছে।

তারই অংশ হিসেবে আজ বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ও বারাদি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে তরুন রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের উদ্যোগে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে এম এ এস ইমনের অনুসারীরা আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি, ময়ামারি, চাঁদবিল, খোকশা ও কোলা এবং বারাদি ইউনিয়নের বারাদি, রাজনগর, মোমিনপুর, সিংহাটি ও বশিবাড়িয়া গ্রামে এ বুকলেট বিতরণ করেন।

বুকলেট বিতরণ ও গণসংযোগকালে শিশির অরুপ, মেহেরপুর জেলা যুবলীগ শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য প্রভাষক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন ও প্রস্তুতি কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, আব্দুর রাজ্জাক, ফারুক হোসেন, সানা, ডন, আবুল হোসেন, ফারুক শেখ, ছাত্রলীগ নেতা ইব্রাহীম ইবু সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা অংশগ্রহন করেন।

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন বলেন, শেখ হাসিনার সরকারের সাফল্যগুলো প্রতিদিনই আমরা মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে সাবেক ছাত্রনেতা এম এ এস ইমনের তৈরি করা এই বুকলেটগুলো বিতরণ করছি। আমরা এই বুকলেচগুলো গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছি আগামী জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আমরা প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বিরোধী শক্তি যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে লক্ষ্যে আমরা প্রতিনিয়ত বুকলেট বিতরণ ও প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ নেতা বেলাল হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চিত্রের পাশাপাশি বিএনপির সরকারের উন্নয়নের তুলনা করে এ বুকলেট তৈরি করা হয়েছে। যাতে করে সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্পর্কে ধারণা পায়। এবং একই সঙ্গে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকারকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। এ বুকলেট ভালোভাবে পড়লেই সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে পারবে।

আওয়ামী লীগ নেতা এস এম ফরিদ উদ্দীন বলেন, গত ১৪ বছরে বর্তমান সরকার বাংলাদেশে অনেক বড় বড় উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। সে উন্নয়ন মূলক কাজগুলো বিস্তারিত ভাবে এ বুকলেটে তুলে ধরা হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকার বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বাড়িয়েছেন এই সরকার।

প্রসঙ্গত, ইতোমধ্যে এম এ এস ইমনের উদ্যোগে মেহেরপুর শহর, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, দারিয়াপুর, বাগোয়ান, মহাজনপুর ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর, বুড়িপোতা, আমদহ, আমঝুপিসহ বিভিন্ন গ্রামে বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

সরকারের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরতে তৃণমূলে ইমনের বুকলেট বিতরণ অব্যহত

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন মূলক চিত্র তুলে ধরতে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে তরুণ রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের বুকলেট বিতরণ অব্যহত রয়েছে।

তারই অংশ হিসেবে গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে তরুন রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের উদ্যোগে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে এম এ এস ইমনের অনুসারীরা শ্যামপুর ইউনিয়নের মদনাডাঙ্গা, গোপালপুর, বেলতলাপাড়া, শ্যামপুর, পুরাতন মদনাডাঙ্গা গ্রামে এ বুকলেট বিতরণ করেন।

বুকলেট বিতরণ ও গণসংযোগকালে শিশির অরুপ, মেহেরপুর জেলা যুবলীগ শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য প্রভাষক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন ও প্রস্তুতি কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, আব্দুর রাজ্জাক, ফারুক হোসেন, সানা, ডন, আবুল হোসেন, ফারুক শেখ, ছাত্রলীগ নেতা ইব্রাহীম ইবু সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা অংশগ্রহন করেন।

আওয়ামী লীগ নেতা বেলাল হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চিত্রের পাশাপাশি বিএনপির সরকারের উন্নয়নের তুলনা করে এ বুকলেট তৈরি করা হয়েছে। যাতে করে সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্পর্কে ধারণা পায়। এবং একই সঙ্গে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকারকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। এ বুকলেট ভালোভাবে পড়লেই সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে পারবে।

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন বলেন, শেখ হাসিনার সরকারের সাফল্যগুলো প্রতিদিনই আমরা মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে সাবেক ছাত্রনেতা এম এ এস ইমনের তৈরি করা এই বুকলেটগুলো বিতরণ করছি। আমরা এই বুকলেচগুলো গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছি আগামী জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আমরা প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বিরোধী শক্তি যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে লক্ষ্যে আমরা প্রতিনিয়ত বুকলেট বিতরণ ও প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ নেতা এস এম ফরিদ উদ্দীন বলেন, গত ১৪ বছরে বর্তমান সরকার বাংলাদেশে অনেক বড় বড় উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। সে উন্নয়ন মূলক কাজগুলো বিস্তারিত ভাবে এ বুকলেটে তুলে ধরা হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকার বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বাড়িয়েছেন এই সরকার।

প্রসঙ্গত, ইতোমধ্যে এম এ এস ইমনের উদ্যোগে মেহেরপুর শহর, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, দারিয়াপুর, বাগোয়ান, মহাজনপুর ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর, বুড়িপোতা, আমদহ, আমঝুপিসহ

বিভিন্ন গ্রামে বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় মহান মাতৃভাষা দিবস পালিত

দর্শনা ও আশপাশ এলাকায় যথাযথ মর্যাদার সাথে আন্তর্জাতিক মহান মাতভাষা দিবস পালিত হয়েছে। জাতীয় ও শোক পতাকা, প্রভাতফেরী, শহীদ বেদীতে পুস্পমাল্য অর্পন সহ নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

মঙ্গলবার সকালে দর্শনা রেলবাজারস্থ বঙ্গবন্ধু চত্তর থেকে নেতৃবৃন্দের সাথে নিয়ে জাতীয়, দলীয় ও শোক পতাকা উত্তলোন করা হয়েছে। সকাল সাড় ৮ টার দিকে দর্শনা কেরুজ বাজার মাঠে শফত বাক্য পাঠ করান চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর।

পরে প্রভাত ফেরী বের করে কলজ শহীদ মিনারে পুস্পমাল্য অর্পন করা হয়। প্রভাতফেরীত অংশ গ্রহন ও শহীদবেদীতে পুস্পমাল্য অর্পণ যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যাক্তির পক্ষ থেকে করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে, দর্শনা পৌর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, দর্শনা পৌর আ.লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, দর্শনা পৌর বিএনপি, দর্শনা সরকারি কলেজ, দর্শনা ডিিএস ফাজিল মাদরাসা, দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণচাদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দর্শনা প্রেসক্লাব, অংকুর আদর্শ বিদ্যালয়, লিটিল এনজেলেস ইন্টার ন্যাশনাল স্কুল, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, অনির্বাণ থিয়েটার, সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতি, পুরাতন বাজার দোকান মালিক সমিতি, দর্শনা স্থলবন্দর দর্শনা ইলক্সট্রনিক্স মিস্ত্রি কমিটি, ফারিয়া, মৌচাক সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, রামাযুস, কমিউনিস্ট পার্টি, শ্যামপুর, পূর্বরামনগর, পরাণপুর, দক্ষিণচাদপুর, কাস্টমস, জয়নগর, শান্তনগর, আজমপুর, পশ্চিমরামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, নির্মান শ্রমিক ইউনিয়ন, লাল সুবজ উনয়ন সংস্থা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন।

দর্শনা পৌর আ.লীগের যুগসম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা সরকারি কলজের অধ্যক্ষ রেজাউল করিম, উপাধ্যক্ষ ড. মফিজুর রহমান, দর্শনা পৌর আ.লীগর সভাপতি বীর মুক্তিযাদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা পৌর মেয়র প্রার্থী আতিয়ার রহমান হাবু, কেরুজ চিনিকলর অবসর প্রাপ্ত এডিএম শেখ শাহাবউদ্দিন, দর্শনা পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র রবিউল হক সুমন, শফিকুল আলম, বিল্লাল হোসেন, আজাদ, ফয়সাল, দামুড়হুদা উপজলা যুবলীগর সভাপতি আ. হানান ছোট, হবা জোয়াদ্দার, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগর সভাপতি আরিফ মল্লিক, দর্শনা পৌর ছাত্রলীগর সভাপতি রফিকুল ইসলাম ববি, কলেজ ছাত্রলীগর সভাপতি নাহিদ পারভেজ, সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রমুখ। কেরুজ চিনিকল কর্তপক্ষ ও শ্রমিক-কর্মচারি ইউনিয়ন মহান একুশ যথাযথ মযার্দার সাথে পালন করেছে।

জাতীয় ও শোক পতাকা উত্তলোন, পুস্পমাল্য অর্পন ও আলাচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন, চিনিকলর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, মহাব্যবস্◌াপক (প্রশাসন) ইউসুফ আলী, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারি ইউনিয়নর সভাপতি ফিরাজ আহমেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান প্রমুখ।

এ ছাড়া দর্শনা থানা বিএনপির আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএনপি নেতা আ. রশিদর সভাপতিত্ব উপস্তিত ছিলেন, থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, সাধারণ সম্পাদক আহমদ আলী, বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান বুলেট, মুহিত জায়ার্দ্দার, খায়রুল ইসলাম, শফিউল্লাহ, মামিনুল ইসলাম প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন মাওঃ ওসমান গণি।

আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

দিবস উদযাপন

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়নের উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়েছে।

রাত ১২ টা ১ মিনিটে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন চুন্নু ও ৪ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মকবুল হোসেন শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত, আমঝুপি ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহাবুল হক, সাধারণ সম্পাদক সাদ আহম্মেদ, ৪ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আসাদুল হক মুন্টু ও সাধারন সম্পাদক খায়রুজ্জামান টুটুল,আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহম্মদ আলী, আমঝুপি পাবলিকক্লাব ও ইমরুল একাডেমি ক্রীড়া সম্পাদক সোহেল রানা সবুজ, মাসুদুর রহমান ও শহিদুল ইসলাম সাগর।